www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

নজদি উলামা ভাইদের প্রতি

নছীহত

আল্লামা শায়খ
সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর-রেফায়ী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

نصيحة لإخواننا علماء نجد

নজদি উলামা ভাইদের প্রতি নছীহত

মূল
সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম আর-রেফায়ী

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মূল : সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম আর-রেফায়ী
ভাষান্তর ও সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ৩ জানুয়ারী ২০১১ ইং, ২৭ মুহাররম হিজরি ১৪৩২, ২০ পৌষ ১৪১২বাংলা

মূল্য : ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

Nazdi Ulama Baider Proti Nasihat, By: Sayad Yusuf bin Hasim Ar-Refayi Translated & Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 70/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ ইউসুফ ইবনে আস সায়্যিদ হাশিম আর রিফায়ী একজন আহলে বায়ত (হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর)। তিনি ১৩৫১ হিজরি/১৯৩২ সালে কুয়েতে জন্ম গ্রহণ করেন। শাফেয়ী পন্ডিত, প্রাক্তন মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, সূফি ও তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।

কুয়েতের শায়খ আহমদ আল আকীলের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং দামেস্কে ইসলামী আইনের উপর লেখাপড়া করেন। কুয়েতের শায়খ মুহাম্মদ সালিহ ও অন্যান্যদের কাছে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের ব্যবহার শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাশিম আর রিফারী সমুদ্র গামী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। পরে সরকারী কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে কুয়েতের শরীয়া আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। তাঁর পূর্ব পুরুষ শায়খ আহমদ আর রিফায়ী একজন বুযর্গ ও ওলীআল্লাহ ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কুয়েত আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে হন টেলিযোগাযোগ ও ডাক মন্ত্রী। ১৯৬৫ সাল হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মিনিষ্টার অব স্টেট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত রিফায়ী তরীকার একজন শায়খ।

দামেস্কের শায়খ মক্কী আল কাত্তানী কর্তৃক তিনি সনদপ্রাপ্ত হন। শেষোক্ত শায়খের শিক্ষক ইবরাহীম আল রায়ী ছিলেন শায়খ আবু আল হুদা আল সায়্যিদির সাগরিদ। তিনি রিফারী তরীকার একজন মহান শায়খ।

ব্যক্তিগত তথ্য

তিনি কুয়েতে ১৯৩২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত। ছয় পুত্র ও নয় জন কন্যা সন্তানের জনক।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৯৪৭ : মাধ্যমিক স্কুল সনদ লাভ (পদক সহ)

১৯৫৬ : জেনারেল সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট লাভ

১৯৭০ : ইতিহাসে সাহিত্য সনদ লাভ (বি এ ডিগ্রীর সমমান সম্পন্ন) কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেশাগত তথ্য

১৯৪৯ : পাসপোর্ট (নিবাসী/অনিবাসী) বিভাগে যোগদান। পরে বিভাগীয় প্রধান হন।

১৯৬৩ : স্বাধীনতা লাভের পর কুয়েত আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৪ : ১৯৬৩-১৯৭৪ আইন সভা বিষয়ক সচিব।

১৯৬৫ : কুয়েত সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগের স্টেট মিনিষ্টার। কুয়েত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান।

অন্যান্য

১৯৭৩ : ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক ল' এন্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রনীত সিলেবাস অনুসারে এখানে ইসলামী আইন ও অন্যান্য আধুনিক বিষয় সমূহ শিক্ষা দেয়া হয়।

১৯৮০ : কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশী মুসলিম ভাইদের সাহায্যকল্পে কুয়েতে একটি সংস্থা গঠনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন।

১৯৮৮ : লন্ডনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ইসলামিক প্রপ্যাগেশন এন্ড ইনফরমেশন এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

কনফারেন্স

১৯৭৭ : ১৬-১৮ এপ্রিল, দার আস সালাম ইউনিভার্সিটি, জেরুজালেম, ওমেরাবাদ।

১৯৮১ : ২১-২৫ জুন, সবার জন্য শান্তি ও প্রগতি, টোকিও, জাপান।

১৯৮২ : ২৬-২৮ মার্চ, আন্তজার্তিক ইসলামিক সেমিনার, ইউনিভার্সিটি অব ইসলাম।

১৯৮৪ : ১৭-২০ সেপ্টেম্বর, মুতামার আল আলম আল ইসলামী ইসলামিক সেমিনার, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

১৯৮৫ : ৭-২৪ মার্চ, সেমিনার এন্ড ওয়ার্কশপ অন ইসলাম ফর মুসলিম থিউলিজিয়ানস, শ্রীলঙ্কা।

১৯৮৫ : ২৬-২৭ নভেম্বর, ইন্টান্যাশনাল কংগ্রেস অন সীরাত-ন্যাশনাল সীরাত কমিটি, পাকিস্তান।

১৯৮৭ : তৃতীয় ইসলামিক কনফারেন্স, মক্কা, সৌদি আরব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯৮৮ : ৩০ মার্চ - ২ এপ্রিল নবম ওয়ার্ল্ড জেনারেল এসেম্বলী করাচী, পাকিস্তান।

১৯৮৮ : ১৯ জুন, মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফারেন্স ওয়েম্বলী কনফারেন্স কেন্দ্র, লন্ডন।

১৯৯১ : ১৪-১৭ নভেম্বর, মুসলিম স্প্যানিশ হেরিটেজ আন্তর্জাতিক সম্মেলন, লাহোর, পাকিস্তান।

১৯৯৮ : আগষ্ট ৭, ৮, ৯ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইসলামিক ঐক্য সম্মেলন, আয়োজন ইসলামিক সুপ্রীম কাউন্সিল অব আমেরিকা।

১৯৯৯ : ১২ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ইসলামী কেন্দ্র প্রতিবন্দিদের জন্য।

২০০২ : ৭ এপ্রিল আন্তর্জার্তিক সম্মেলন, ইসলামিক রিলিফ বিহ্যাভিয়ার এন্ড লিড়ারশীপ, কলম্বো, শ্রীলঙ্কা।

অনুরক্তি ও অতিরিক্ত কাজ

ইসলামের আবেদন, বাণী ও শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছাড়িয়ে দেয়ার জন্য আধুনিক গণমাধ্যম যথা রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদ পত্রের ব্যাপক ব্যবহার।

আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা। সদস্য ও পরবর্তীতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কার্যকরী কমিটি মুতামার আল আলম আল-ইসলামী করাচী এবং প্রেসিডেন্ট মুসলিম সংখ্যালঘু কমিটি।

প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফেডারেশন ফর ইনফরমেশন এন্ড প্রিচিং অব ইসলাম প্রতিষ্ঠা, প্রধান কার্যালয় লাহোর।

আল-বালাগের প্রকাশক। এটি ইসলামিক ও রাজনৈতিক সাপ্তহিকী। সারা আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলে এ ধরনের পত্রিকা এটাই প্রথম। এ পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়ে আসছে। এটি ইসলাম মুসলিম ও বিশ্ব মানবতার খেদমতে নিয়োজিত প্রধান সম্পাদক : অধ্যাপক আবদুর রহমান বেলায়তী। পরবর্তীতে তিনি এর মালিক হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কাওয়াসির ফি আস সিয়াসা ওয়াল মুজতামা [রাজনীতি ও সমাজ ভাবনা] সমসামারিক সমস্যা যেমনঃ অমুসলিম দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় মুসলিমদের করণীয় ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাশীল ও নির্দেশনামূলক লেখা। আদিল্লা আহল আস সুন্নাহ ওয়াল জামায়া ওয়া আর রাদ আল মুহকাম আল মানি আলা মুনকারাত ওয়াশ শুবহাত ইবনে মনি [সুন্নী সম্প্রদায়ের দালিলি ও ইবনে মনির নিন্দনীয় ও সন্দেহজনক বক্তব্যের যুক্তিপূর্ণ খন্ডন।]

বিশেষ অনুরাগ

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের সমস্যা নিয়ে তিনি বেশ ভাবনা-চিন্তা করেন। যেমন- বর্তমান বিশ্বে ইসলামের পূণর্জাগণের পথে বাধা, বিশ্বে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের বিঘ্ন সমূহ, মৌলবাদ সমস্যা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, তাঁর প্রতি ভালবাসা সংক্রান্ত, বিদআত সংক্রান্ত ইত্যাদি। উম্মাহর ঐক্য ও ভবিষ্যত নিয়েও তিনি বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত সকল মাযহাবের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা যা করেছেন, সব ভুল- অন্ত নেই। এ ধরনের চরম মত পরিত্যাগ করে অমুসলিদের প্রতি নজর দিতে হবে। তিনি আল ইমাম নামক স্কুল পরিচালনা করেন। ১৯৭৩ সালে একটি স্কুল কুয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ধর্ম নিরপক্ষে শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে রয়েছে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা। ইসলামিক কনফারেন্সে তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলাম প্রচার ও তথ্য সংক্রান্ত ওয়ার্ল্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। লন্ডনে এ সংস্থাটির সদর দপ্তর অবস্থিত।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মক্কা-মদীনা ইসলামের পবিত্রতম দু'টি নগরী। উক্ত নগরদ্বয় মুসলমানদের হৃদয়ের অতি গভীরে স্থান করে নিয়েছে। মুসলমানরা এই স্থানদ্বয়কে নিজেদের প্রাণাধিক ভালবাসে। কারণ আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন মক্কা নগরীতে এবং শৈশবকাল সহ জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করেন এই নগরীতে। আর ইসলামের পথ চলাও শুরু হয়েছিল মক্কা নগরী হতে। এরপর তিনি দ্বীনের স্বার্থে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন, ফলে মদীনা মদীনাতুর রাসূল অভিধায় ভূষিত হয়।

মদীনায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে সারা জাহানে দ্বীনের দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়ার পর তিনি স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। আর মদীনায়ই তাঁর রওযা শরীফ অবস্থিত। তা ছাড়া মক্কা-মদীনায় ইসলামের অনেক নিদর্শনাদি ও পুরাকীর্তি বিদ্যমান ছিল। ছিল সাহাবী, তাবেয়ী ও তবয়ে তাবেয়ীদের নানা ধরণের স্মৃতি চিহ্ন। মুসলমানরা হৃদয়ের যাবতীয় ভালবাসা পুঞ্জীভূত করে প্রিয় রাসূলের রওযা মুবারক যিয়ারত করতে যান। দেখতে যান দ্বীনের বরকতময় স্মৃতি-নিদর্শনকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯০২ সালে চরমপন্থী নজদী ফিরকা অবৈধভাবে সৌদি আরবের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে শিরক-বিদআতের দোহাই দিয়ে মুসলমানদেরকে প্রিয় নবীজির রওযা মুবারক জিয়ারতের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। দ্বীনকে শিরক-বিদআত মুক্ত করার নামে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন সমূহকে অবিরতভাবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। অথচ এগুলো নিজেদের সমৃদ্ধশীল ধর্মের নানা দিক সম্পর্কে পথ দেখাতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় উঠার পরও তারা এ ধরনের অপকর্মের দ্বারা কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে।

তারা শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু চরমপন্থা অবলম্বন করে অনেক সাহাবী ও বড় বড় বুযর্গদের কবরকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাঁদের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইসলামের বড় বড় হকপন্থী দলসমূহকে বিদআতী, মুশরিক ও যিন্দিক বলে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ ধরণের সীমালঙ্ঘন একজন সত্যিকার মুসলমান কখনো চোখ বুঁজে সহ্য করতে পারেনা। তাই কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী, বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, যে মহান সত্তা বাংলাদেশের প্রতিটি আলেম-উলামাদের সুপরিচিত, আরব বিশ্বের তাসাউফ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশ্বাসী, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণে এক অন্যতম বিশাল ব্যক্তি যিনি দাঈ ইলাল্লাহর প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রকিটি কর্মে মুসলিম বিশ্বের সংখ্যালঘু ও মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য প্রাণকর্তার অন্যতম অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অধিক হিসেবে সুপরিচিত। এছাড়াও সালাফীদের মুকাবিলায় আরব বিশ্বের যথেষ্ট অনবদ্য ভূমিকা রেখে গেছেন যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেয়ামত হিসেবে ব্যবহারের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সে মহান সত্তার নিকট একান্ত দোয়া কাম্যতার মধ্য দিয়ে সন্‌জরী পাবলিকেশন দু'টি বই প্রকাশনা সহ অন্যান্য সব বই বাংলা প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রেফায়ী জামাতের প্রধান আল্লামা সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর রেফায়ী তাদের বোধোদয়ের জন্য উপদেশ আকারে "نصيحة لإخواننا علماء نجد" নামক বইটি লিখেছেন। বইটিতে তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে তাদের চরমপন্থা, কট্টরতা সর্বোপরি ভ্রান্তিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করত: তাদেরকে সত্য পথে আসার আহবান জানিয়েছেন এবং অতি চমৎকার ও উত্তম পদ্ধতিতে সমালোচনাও করেছেন।

অতএব এ অসাধারণ সুযোগ যার হাতে পেয়েছি তাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ না করে পারতেছিনা। যিনি একজন তাসাউফ বিশ্বাসী ও খাঁটি ব্যক্তি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এবং সংসদ সদস্য তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় নানাজান জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী।

বইটি রাসূল প্রেমিক মুসলমানদের জন্য খুবই প্রয়োজন বিধায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বায়তুল মোকাররমস্থ ইসলামী বই মেলা উপলক্ষে প্রকাশ করছি। আশা করি বইটি পাঠক প্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন অটুট রাখার চেষ্টা করেছি, তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল- ইনশাআল্লাহ।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক

সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাত ও সালামের পর আমি কিতাবটি শুরু করছি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র হাদিস দিয়ে। তিনি বলেন:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

"দ্বীন হচ্ছে অপরের জন্য কল্যাণ বা হিত কামনা। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য? উত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং মুসলমানদের ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য।"[১]

আমার কিতাব (আর রদ্দুল মনি') এবং অন্যান্য জ্ঞানীদের কিতাব প্রকাশিত হওয়ার পর আমি এ জন্য অপেক্ষা করেছিলাম যে, হয়তো তোমাদের আচরণ ও কর্ম-অভ্যাস সংশোধন হবে কিংবা পরিবর্তন হবে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটিই হয়নি। সূরা আছরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝

"কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।"[২]

ইস্তিখারা করার পর আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম এই উপদেশগুলো নিয়ে আমি তোমাদের নিকট হাজির হবো। আশা করি আমার এই উপদেশগুলো গৃহিত হবে। আল্লাহর নিকট এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের ও তোমাদের সত্যকে উপলব্ধি করে তা অনুসরণ করার এবং মিথ্যাকে উপলব্ধি করে তা হতে বেচে থাকার তাওফীক দান করেন। এবং আরো প্রার্থনা করি, এগুলো যেন আমাদের নিকট সংশয়াবিষ্ট করে না দেন। এ রকম হলে আমরা প্রবৃত্তির পুজারী হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলাই সৎপথের দিশা দানকারী।

আল্লাহর তাওফিক কামনা করে আমি বলছি-

---

১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب بيان أن الدين النصيحة ১/৭৪, হাদিস : ৫৫

২. আল-কুরআন, সূরা আল-আছর

১. তাওফীক বিশ্বাসী মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ দেয়া অবৈধ। যারা তোমাদের সাথে নামাজ আদায় করেন, রোজা পালন করেন, যাকাত প্রদান করেন এবং কাবা গৃহের হজ্বে উচ্চস্বরে এ তালবিয়া পাঠ করেন:

তাদের প্রতি শিরকের অপবাদ দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, যেরূপ তোমাদের লিখিত গ্রন্থ ও প্রকাশনাসমূহ এ রকম অপবাদে ভরপুর। অনুরূপ তোমাদের খতীবগণ হজ্বের দিন সকালে মিনায় অবস্থিত মসজিদে খাইফে হাজীগণ ও মুসলমানদের এ রকম কটুক্তি করে ভাষণ দেন। ঈদুল ফিতরের দিন মক্কার অধিবাসী ও উমরা পালনকারীদের প্রতি এ রকম আচরণ থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়ত দান করুন। মুসলমানদের বিশেষতঃ হারামাইন শরীফাইনের অধিবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম, এব্যাপারে কুরআন হাদিসের সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে।

২. তোমরা সূফিগণ ও আশয়ারীদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করো। তোমরা নিজেরাই তাকলীদ অস্বীকার করো এবং অন্যদেরকেও ইমাম চতুষ্টয়ের (আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহিম) অনুসরণ না করতে বাধ্য করো। এখনো তাঁদের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে। তাঁরা মুসলমানদের বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি অথচ বাদশাহ আবদুল আজিজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত তোমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় উপর্যুক্ত মাযহাব চতুষ্টদের বিরুদ্ধাচারণ হতে বিরত থাকো। আল্লাহ তোমাদের হিদায়ত দান করুন।

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফির হয়ে যাবে সে তো মুরতাদ, তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি স্মরণ করো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"তোমরা আমার অবর্তমানে এমন কাফিরে পরিণত হয়োনা, যদ্বারা তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে।"[৩]

৩. যে সকল ইসলামী দল ও সংস্থা সমূহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুদায়িত্ব পালন করছে যেমন- তাবলীগ, ইখওয়ানুল মুসলিমুন, উপমহাদেশের

---

৩. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب قول النبي من حمل علينا السلاح فليس منا, (ফতহুল বারী, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২৯, হাদীস : ৭০৭৭, ৭০৮০)

২. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب معنى قول النبي لا ترجعوا بعدي...الخ ১/৮২, হাদিস : ৬৫-৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বড় বড় আলেমদের প্রতিনিধিত্বকারী দেওবন্দী জামাত, উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী বেরেলভী জামাত ইত্যাদিকে তোমাদের লালিত আশ্রিত বুদ্ধিজীবিরা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ বলে অপবাদ দিচ্ছে। অথচ তাঁরা সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিতাব রচনা, ওয়াজ-নসিহত, রেকর্ডকৃত ওয়াজের ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তোমরা তাঁদের বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ পূর্বক নানা মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করছ। তোমরা এমনও অনেক কিতাব প্রকাশ করেছ, যেগুলোতে তোমাদের সাহায্য সংস্থার সহযোগী দুবাই, আবুধাবি ও এবাদিয়ার অধিবাসীদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তোমরা লাগামহীনভাবে জামিয়া আযহার ও এর উলামাদেরকে বিদ্রুপ ও অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে।

৪. তোমরা বারবার হাদিসের এ অংশটি 'كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ'[৪] উল্লেখ করে থাক। কিন্তু তোমরা প্রতিপক্ষের সমালোচনার পন্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তোমরা নিজেরাও এমন কিছু কাজ করে বস যা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপন্থী। অথচ তোমরা এগুলোর বিরোধিতা করোনা এবং বিদআত বলে গণ্যও করোনা। আমি এতদসম্পর্কিত কিছু বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরছি।

৫. তোমরা ইশা নামাজের পরপরই মসজিদে নববীতে তালা ঝুলিয়ে দাও। অথচ মুসলমানদের জীবনে ইতিপূর্বে কখনো সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়নি। তোমরা মুসলমানদেরকে সেখানে ইতিকাফ ও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে বাধা প্রদান করো। মনে হয় তোমরা আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

"যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর

[৪]. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল জুমআ, باب تخفيف الصلاة والخطبة ১/৫৯২, হাদিস : ৮৬৭, রাবী: জাবির বিন আবদুল্লাহ। "বিদআত" শব্দটির মর্মার্থ জানার জন্য সৈয়দ আবদুল্লাহ বিন সিদ্দিক আল গেমারী কৃত اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة গ্রন্থটি দেখুন, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।"[৫]

এখন বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজের নির্দেশে হারাম শরীফ খোলা রাখা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

৬. হেজাজি মুয়াজ্জিনদের জন্য নজদে প্রচলিত তোমাদের রীতি নির্ধারণ করে দিয়েছ। আযানের সময় নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছ। নামাজের জন্য আযানকে স্বাভাবিক কণ্ঠে না রেখে শ্রুতিমধুর করার জন্য কৃত্রিম কণ্ঠে দাও। যার দ্বারা আযানের প্রকৃত অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

৭. হারাম শরীফে ভিন্ন মতাবলম্বী কাউকে দরস-তদরীস ও ওয়াজ-নসীহতের সুযোগ দাওনা। যদিও তিনি মুসলমানদের কিংবা হিজায ও ইহসার বড় আলেম হন। অন্যদেরকে বারণ করে শুধু নিজ মতাবলম্বীদেরকে অনুমতি দাও। এক্ষেত্রে শায়খে আযহার হলেও তোমরা তাঁকে বারণ কর। আল্লাহকে ভয় করো, আপন মযহাবের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না এবং আপন মুসলিম উলামা ভাইদের প্রতি সুধারণা পোষণ করো।

৮. মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা বাইরে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদেরকে তোমরা ঐ পবিত্র স্থানদ্বয়ে দাফন করতে বারণ করো। অথচ উক্ত ভূখন্ডদ্বয়ে অত্যন্ত বরকতময় ও পবিত্র। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ভূখন্ডদ্বয় অতি প্রিয়। তোমরা মুসলমানদেরকে উক্ত স্থানদ্বয়ে সমাহিত হওয়ার পূণ্য লাভ হতে বঞ্চিত করছ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা যুহরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উপত্যকার উপর দাঁড়িয়ে একথা ঘোষণা করতে শুনেছি- আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তুমি (মক্কা মুকাররমা) আল্লাহর জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

[৫]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৪

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূখন্ড এবং আল্লাহর জমিনের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ভূখন্ড। যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে বের করে দেয়া না হত, তাহলে আমি কখনো বের হতাম না।"[৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا.

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ আমি সেখানে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য সুপারিশ করব।"[৭]

৯. পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরকেও তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের সামনে যেতে বারণ করো।

যদি তোমাদের সামর্থ থাকতো তাহলে তো মুহারিম সহকারে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকারী মহিলাদেরকে তাওয়াফ করতেও বাধা দিতে। তোমাদের এ কাজ সালফে সালেহীন ও মুসলমানদের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। তোমরা সতী-সাধ্বী মুমিন রমনীদেরকে তাচ্ছিল্য করো, তাদেরকে ধিক্কার দাও। ভর্ৎসনা করো। মসজিদ ও ইমামের দর্শন লাভের ক্ষেত্রে তাদের জন্য নানা ধরনের আড়াল ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো। তাদেরকে সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখ। এটা অত্যন্ত ঘৃণিত বিদআত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও

৬. ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৪/৩০৫
২. তিরমিযি : আস্ সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب فضل مكة হাদিস : ৩৯২৫, ইমাম তিরমিযি বলেন: হাদীসটি হাসান, গরীব, সহীহ।
৩. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ২/৪৭৯
৪. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুল মানাসিক, باب فضل مكة হাদিস : ৩১০৮
৫. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, কিতাবুল ইহসান, ৯/২২, হাদিস : ৩৭০৮
৬. হাকেম : আল-মুসতাদরাক, ৩/৭, ইমাম হাকেম বলেন: শায়খাইনের আরোপিত শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু উভয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আল্লামা যাহাবীও একই মত পোষণ করেন। বর্ণিত হাদীসে والحزورة শব্দটির অর্থ ছোট উপত্যকা কিংবা পাহাড়।

৭. ১. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/৭৪
২. তিরমিযি : আস্ সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب فضل المدينة ৫/৭১৯, হাদিস : ৩৯১৭, তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান, গরীব, আইয়ুব যখতিয়ানীর সনদে হাদীসটি বর্ণিত।
৩. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ২/৪৮৮
৪. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, কিতাবুল মানাসিক, باب فضل المدينة ২/ ১০৩৯, হাদিস : ৩১১২
৫. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, কিতাবুল ইহসান, ৯/৫৭, হাদিস : ৩৭৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালফে সালেহীনের যুগে এ ধরণের নিয়ম ছিলনা। তখন ইমামের পেছনে প্রথমে পুরুষদের কাতার অতঃপর শিশুদের, অতঃপর মহিলাদের কাতার থাকত। তারা সকলে জামাত সহকারে অবাধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ করত।

১০. তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের নিকট তোমাদের লালিত এমন কিছু লোককে নিয়োগ করে রেখেছ যারা মুর্খ ও উদভ্রান্ত। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের দিকে ঘাড় ও পৃষ্ট প্রদর্শন করে। অগ্নিশর্মা ও ভ্রুকুঞ্চন করে, জিয়ারত কারী মুসলমানদের মুখ রওজা মুবারকের দিক হতে ফিরিয়ে দেয়। তাদেরকে কটুদৃষ্টিতে দেখে, শিরক ও বিদআতের অপবাদ দেয়। তাদেরকে গ্রেফতার করে, ধমক দেয় ও ভীতি প্রদর্শন করে। অজ্ঞের ন্যায় রওজার সামনে উচ্চস্বরে বকাবকি করে। মনে হয় তারা যেন আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

"মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।"[৮]

৮. আর-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত : ২-৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের এসব কিছু হচ্ছে স্পষ্ট অহংকার ও স্পর্ধা, নবীর আশেক ও তাঁরই রওজা জিয়ারতকারী মুমিনদেরকে তোমরা তারই রওজার সন্নিকটে অপমানিত করো। যাকে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট শাইখ ইবনে আকিল রাহমতুল্লাহি আলাইহি পৃথিবীর বুকে সর্বোৎকৃষ্ট ভূ-খন্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন। শায়খ ইবনুল কাইয়ুম রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থ বাদায়িউল ফাওয়ায়েদ এ তাঁর থেকে অনুরূপ বর্ণনা নকল করেছেন।[৯]

১১. শরীয়তের অকাট্য ও নিশ্চিত কোন প্রমাণ ছাড়া তোমরা মহিলাদের জান্নাতুল বাকী জিয়ারত করতে বারণ করো। মুসলমানদের জন্য জিয়ারতের সময় সুনির্দিষ্টভাবে বেধে দিয়ে সংকীর্ণ করে দিয়েছ। তাই অনেকে জান্নাতুল বাকী জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোন জানাযার সাথে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

তোমরা মদীনা মুনাওয়ারায় জিয়ারতকারীদের সাথে বাহবার (Guider) নিয়ে যেতে বারণ করো। এবং তাদের জীবন জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দাও। রাহবার ছাড়া জিয়ারতকারীরা দিশাহীন হয়ে পড়ে। তখন তারা আহলে বাইত, উম্মাহাতুল মুমিনীন ও সাহাবাদের সমাধিস্থল চিনতে পারেনা। এটা অন্যায়, অবিচার, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হবেন। তোমরা এরূপ আচরণ থেকে বিরত থেকো। আল্লাহ তোমাদেরকেও হিদায়াত করুন।

১২. তোমরা সাহাবায়ে কেরাম, উম্মাহাতুল মুমিনীন ও আহলে বাইতের কবরের স্মৃতি চিহ্নকে মুছে দিয়ে এগুলো সমতল ভূমিতে রূপান্তর করে দিয়েছ। ভাঙ্গা পাথরের টুকরা এখনো এর সাক্ষ্য বহন করে। কেউ জানতে পারে না এবং চিনতে পারেনা কোনটি কার কবর। এতে ক্ষান্ত না হয়ে কিছু কবরকে বুলডোজার

[৯]. দেখুন, বাদায়িউল ফাওয়ায়েদ, ইবনে কাইয়ুম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৬, তাতে রয়েছে, ইবনে আকিল বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নবীর (সাঃ) হুজরা (রওজা) ও কা'বার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? উত্তরে আমি বললাম, যদি তুমি কেবল স্থানের কথা বল, তাহলে কা'বাই শ্রেষ্ঠ। আর যদি তুমি ঐ স্থানের কথা জানতে চাও, যেখানে তিনি (সাঃ) রয়েছেন, তাহলে আমি শপথ করে বলছি: আরশ, আরশের বাহক, জান্নাতে আদন এবং ঘূর্ণায়মান যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়েও ওই স্থানটি শ্রেষ্ঠ। কেননা ওই হুজরায় (রওজায়) এমন একটি পবিত্র দেহ মুবারক রয়েছে, যদি ওই দেহকে এক পাল্লায় এবং উভয় গর্তের সব কিছুকে আরেক পাল্লায় মাপা হয়, তাহলে দেহ মুবারকের পাল্লাটিই ভারী হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: ওই ভূখণ্ডটি, যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক রয়েছে, তা সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। এমনকি আরশ ও কুরসীর চেয়েও। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে ক্রমান্বয়ে মসজিদে নববী, মসজিদে হারাম ও মক্কার অবস্থান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছ।[১০] লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

তোমরা সেগুলো স্বস্থানে অক্ষত রাখনি কেন? এবং পাথর দিয়ে উঁচু করে দাওনি কেন? তা তো শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ছিল। কবরকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা বৈধ। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত দুটি দলীল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হযরত উসমান বিন মাযউন রাদিআল্লাহু আনহুর কবরে একটি পাথর রেখে বলেছিলেন:

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

"এর মাধ্যমে আমি আমার ভাইয়ের কবরকে চিহ্নিত করে রাখতে চাই এবং আমার পরিবারের মৃত্যুবরণকারীদেরকে তাঁর পাশে দাফন করব।"[১১]

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ : رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ﷺ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

"হারেজা ইবনে জায়েদ বলেন: আমি স্বয়ং নিজে দেখেছি এবং আমরা হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর যুগে যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে সে-ই অধিক লাফ দিতে সক্ষম বলে বিবেচিত হত, যে উসমান বিন মাযউন রাদিআল্লাহু আনহুর কবর অতিক্রম করতে পারত।"[১২]

১৩. তোমরা হারামে নবীর (সাবেক) কেন্দ্রবিন্দুতে কোর্ট, গোয়েন্দা অফিস ও জবাবদিহীতামূলক তদারকি অফিস স্থাপন করেছ, তদ্রুপ জান্নাতুল বকীর

[১০]. মুসলিম উম্মাহর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা সাইয়্যেদা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কবর।

[১১]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েজ, باب في جمع الموتى في قبر খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৪৩, হাদীস : ৩২০৬। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী আত-তালখিসুল খবীর, খণ্ড: ২য়, পৃষ্ঠা-১৪১, গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ।

[১২]. সহীহ বুখারী (ফতহুল বারী), কিতাবুল জানায়েজ, باب الجريدة على القبر تعليقا হাফেয ইবনে হাজর আসকলানী, ফতহুল বারী, খণ্ড: ৩য়, পৃষ্ঠা-২৬৫, গ্রন্থে বলেন: খারেজা বিন জায়েদ অর্থাৎ ইবনে ছাবেত আল-আনসারী ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট ৭ জন ফকীহদের অন্যতম। ইমাম বুখারী 'আত-তারিখুস সগীর, গ্রন্থে ইবনে ইসহাক সূত্রে ধারাবাহিকভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, অর্থাৎ হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুর রহমান বিন আবু ওমরা আনসারী আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি খারেজা বিন জায়েদ এ হাদীসটি শুনেছি। এতে কবর সমান্তরাল ভাগ হতে উঁচু করার বৈধতা পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সন্নিকটেও। সেখানে তোমরা তাদেরই বিচার কর। যারা দর্শনার্থী অথবা অধিকহারে জিয়ারত করে কিংবা বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দন করে নবীর রওজা শরীফকে উসিলা বানিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করে, তখন তাদেরকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত কর। নানা সমস্যায় নিপীড়িত কর। পূর্বসূরী আকাবিরদের জিয়ারত, তাওয়াস্সুল ও মিলাদের বৈধতা দানের ব্যাপারে গালমন্দ কর। ইকামা বাতিল করে দাও এবং দেশ হতে নির্বাসিত করে দাও। অথচ এ সমস্ত কাজগুলো উলামাদের নিকট এমনকি হাম্বলি মাযহাবের আলেমদের নিকট ও মুস্তাহাব ও বৈধ। তাই এগুলোর পরিণামে কাউকে কাফির বলা কিংবা শাস্তি দেয়া নাজায়িজ।

কারাবন্দি জনৈক ব্যক্তি আমাকে দৃঢ়তার সাথে বলেছে যে, তাকে একমাস পর্যন্ত কারাগারে হাতে শিকল বেঁধে আটকে রাখা হয়েছিল। সে হাত কড়া পরা অবস্থায় ওজু ও নামাজ আদায় করত। এমনকি কুরআন তেলাওয়াতের সময়ও সে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় থাকত। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে।

উভয় জগতের রহমতের ভান্ডার শরীফের মসজিদে এরূপ আচরণ জায়েজ নেই। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ.

"আমি রহমত ও পথ প্রদর্শক হয়ে প্রেরিত হয়েছি।"[১৩]

সুতরাং তোমরা কিভাবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর মসজিদের সন্নিকটে মুসলমানদের সাথে এরূপ নিষ্ঠুর ও গর্হিত আচরণ করতে পারো? তিনি ইরশাদ করেন:

اَلْاَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.

"নবীগণ কবরে জীবিত। তাঁরা সেখানে নামায পড়েন।"[১৪]

---

[১৩]. ১. বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৪
২. দালায়িলুন নবুওয়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৭-১৫৮
৩. মুসতদারাক হাকেম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫, তিনি শায়খাইনের আরোপিত শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা যাহাবীও এতে ঐক্যমত পোষণ করেন।
৪. মুসনাদে কুযায়ী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৯, হযরত আবু হুরায়রা হতে মারফু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।
৫. সুনানে দারেমী, খণ্ড : ১ম, পৃষ্ঠা : ২১। তিনি মুরসাল সনদে আবু সালেহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।
৬. বায্যাজ (কাশফুল আছরার) খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৪। তিনি 'إِنَّمَا بعثت رَحْمَةً مُهْدَاةً' শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন।
৭. হায়সমী মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৫৭, তিনি বলেন: হাদীসটি বায্যাজ এবং ইমাম তাবারী আতসাত ও সগীর গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। বাজ্জাজের রাবীগণ সহীহ গ্রন্থের রাবীগণের অনুরূপ।

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কবরকে নবীগণের দেহ মুবারক ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন।"[১৫]

১৪. তোমরা মদীনা শরীফের অধিবাসী জনৈক পূণ্যবান ব্যক্তিকে নিজস্ব অর্থায়নে খন্দক পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে আবু বকর ভেঙে পুনঃ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলে। কিন্তু মসজিদটি ভাঙার পর পুনঃ নির্মাণের অনুমতি স্থগিত করে দিয়েছ। কেননা তোমরা সূরা আহযাবের অবতরণস্থল খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত মসজিদ সাবআ এর জিয়ারতকে বিদআত বলো। তোমরা মসজিদটির ধ্বংসই কামনা করো।

১৫. তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ সম্বলিত শায়েখ আরেফ বিল্লাহ মুহাম্মদ সুলাইমান আল জামুলী আল হাসানীর লিখিত গ্রন্থ দালায়িলুল খায়রাত এর আমদানী ও পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছ। তদ্রুপ এতদসম্পর্কিত অন্যান্য লেখকদের গ্রন্থ। অথচ তোমাদের জ্ঞাতসারে শরীয়ত গর্হিত বিভিন্ন বই, সাময়িকী ও প্রকাশনা অহরহ আমদানী হচ্ছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।

১৬. শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডযুক্ত মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে সভা ও উৎসব পালনকারীদের বিরুদ্ধে তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো। তাদেরকে কারণে অকারণে জেরা করো। মাঝে মাঝে শাস্তিও দাও। অথচ তোমরা খেল তামাশা, গান বাজনা ও বর্ণিল চিত্র প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও

---

[১৪]. ১. বায়হাকী, হায়াতুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা : ১৫
২. মুসনাদে আবু ইয়ালা, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৬, হাদীস : ৩৪২৫
৩. মুসনাদে বাজ্জাজ, পৃষ্ঠা-২৫৬, হায়সমী, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড :২, পৃষ্ঠা : ২১১, গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি বাজ্জাজ ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালার রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।
[১৫]. ১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮
২. মুসনাদে ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৬
৩. সুনানে আবু দাউদ, পৃষ্ঠা : ১০৪
৪. সুনানে নাসায়ী, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯১-৯২
৫. ইবনে মাজাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮৫
৬. সহীহ ইবনে হিব্বান (আল ইহসান) খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯০-১৯১
৭. সহীহ ইবনে খুযায়মা, পৃষ্ঠা : ১৭৩৩
৮. মুসতাদরাক হাকেম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৮, ইমাম হাকেম হাদীস সহীহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা যাহাবী ও এতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
৯. ইমাম নববী ও আযকার গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (দেখুন, আল-ফুতুহাতুর রব্বানীয়া, খণ্ড : ৩য়, পৃষ্ঠা : ৩০৯-৩১২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলনা। এক বস্তুকে দুই পাল্লায় পরিমাপ করা কি বৈধ? খোদা প্রেমিক মুমীনদের অবমাননা করে প্রবৃত্তির পুজারী ফাসিকদের তুষ্ট করা কি বৈধ?

১৭. ফজরের নামাজের সময় ইমাম সাহেবদেরকে কুনুত পড়তে বারণ করো। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক এর মতে তা জায়েজ। একথা জানা সত্ত্বেও তোমরা তা বিদআত বল। একক ব্যক্তির মতকে ফরজ মনে করে অপর মুসলমানের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাও কেন? তোমরা আল্লাহতে ভয় করো!

১৮. হারামাইন শরীফাইনে নজদী (মতাদর্শী) ছাড়া অন্য কাউকে ইমাম নিযুক্ত করোনা। তোমরা নিজেদের (মতাবলম্বী) ছাড়া হিজায, আহছা ও অন্যান্য অঞ্চলের আলেমদের ইমামতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এটা কি ইনসাফ কিংবা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

১৯. সামগ্রিকভাবে হারামাইন শরীফাইনে বিশেষতঃ মদীনা মুনাওয়ারায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শণ সমূহ নিমূল করার জন্য তোমরা কুড়াল চালিয়েছ। শুধু মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন বাকী রাখনি। অথচ উম্মতেরা তাদের অতীত ও ঐতিহাসিক দলিল, স্মৃতি ও নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে সম্মান ও সংরক্ষণ করে আসছেন। শিক্ষার জন্য কোন নিদর্শন দেখা ও যিয়ারত করাকে তোমরা শিরক বলছ। অথচ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে সফর করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে আমরা সেগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি। যেমন আদ ও সামুদ সম্প্রদায় (যা মদীনার নিকটবর্তী উপকণ্ঠে দিয়ারে সালেহ-এ অবস্থিত) আর এ নিদর্শনগুলো পর্যটকদের চিরকাল ধরে দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

"তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরণের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কি হয়েছে।"[১৬]

[১৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

"তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, তাতে দেখত তাদের পূর্বসুরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমণ করত, অতঃপর তারা কাফের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।"[১৭]

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

"তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নুহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে: যা কিছু সহ তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও,

[১৭]. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ২১-২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে।"[১৮]

তোমরা বদর, ওহুদ, হোদায়বিয়া, হুনাইন, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধের নিদর্শন ও স্মৃতি চিহ্ন সমূহ দেখতে মুসলমানদের নিষেধ করো কেন? এগুলো আল্লাহর দিবস, এগুলোতে তিনি তার রাসূল ও সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন এবং শিরক ও মুশরিকদেরকে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত করেছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বুদ্ধিমানদের অন্তর্ভূক্ত হও। যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হতে পার।

২০. তোমরা নাছের আলবানীকে আশ্রয় দিয়েছ। তাকে নানাভাবে সাহায্য করছ। উদার হস্তে তার কিতাব (আহকামুল জানায়েজ ওয়া বিদআহা) প্রকাশ করছ। সে উক্ত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর পবিত্র রওযাকে মসজিদে নববী থেকে সরিয়ে ফেলার প্রকাশ্য দাবী তুলেছে।[১৯] এরপরও তোমরা তাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক উচ্চতর পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করেছ। মরহুম বাদশাহ ফায়সাল তাকে দেশান্তর করছিলেন। অতঃপর তোমরা তাকে স্বপদে পুনর্বহাল করেছ। তার মূল্যহীন সস্তা কিতাবগুলো তোমাদের দেশে অহরহ পাওয়া যায়। সে তোমাদের নিকট বীর হিসেবে বিবেচিত। অথচ একই সময়ে তোমরা মুসলিম বরেণ্য উলামায়ে কেরাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাজ্জালী, আবুল হাসান নদভী, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মালেকী, সাঈদ হাভী, বুতী প্রমূখ মনীষীদের গ্রন্থের উপর অবরোধ আরোপ করেছ। কোথায় গেল ইনসাফ ও ন্যায় বিচার?

২১. আলবানীর শিষ্য ও প্রতিনিধিকে (আবদুর রহমান আবদুল খালেক) তোমরা কুয়েতে লালন করছ। তোমাদের অনুসারীরা তাকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। তোমরা তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করছ। সে স্বীয় গ্রন্থ 'ফাযায়িহুস সুফিয়া' এর মধ্যে ঢালাওভাবে সকল ওলী ও সালেহীনদেরকে বিদ্রুপ করেছে। সে সকল সুফিদেরকে যিন্দিক (নিকৃষ্ট কাফির), ভ্রষ্ট ও গোমরাহ বলেছে। যদিও সে সকল সুফী, ওলী ও সালেহীনদের মধ্যে এমনও মনীষী রয়েছেন, যাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তোমাদের বিশ্বস্ত শায়েখ ইবনে তাইমিয়া, ইবনে রজব ও অন্যান্য মাশায়েখরা। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১৮]. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৯

[১৯]. এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিটি সে স্বীয় গ্রন্থ তাহযিরুল মাজেদ গ্রন্থে বারবার উল্লেখ করেছে। দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯, বরং হুজ্জাতুন নবী গ্রন্থটি লিখার সময় আরো অতিরঞ্জিত করেছে। একে মদীনা মুনাওয়ারার অন্যতম বিদআত বলে অভিহিত করেছে। দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৩৭, যেরূপ সে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করে।

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ.

"যে ব্যক্তি আমার ওলিগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব।"[২০]

২২. তোমরা প্রতি বছর মসজিদে নববীর সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও চুনকার্ম করার নামে মসজিদে নববীতে বিশেষভাবে সংরক্ষিত বহু ইসলামী নিদর্শন ও স্মৃতি-চিহ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রচিত অনেক প্রশংসামূলক বাক্য মুছে দাও। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে আল্লামা বুসিরী কর্তৃক রচিত কসিদায়ে বুরদার অনেক ছন্দ তোমরা মুছে ফেলেছ। মসজিদে নববীর জানালায় শোভা বর্ধিত উতবার কাহিনী প্রসঙ্গে রচিত বিখ্যাত এই দুটি চরণও মুছে দিয়েছ। ইবনে কাছির রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উক্ত চরণদ্বয় উল্লেখ করেছেন।

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ ... فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالأَكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ... فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

'হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! যার পবিত্র দেহ মাটিতে দাফন করা হয়েছে (অর্থাৎ হে রাসূলুল্লাহ!), সমগ্র পাহাড়-পর্বত ও সমতল ভূমি তাঁর সুগন্ধ ও সৌরভে মাতোয়ারা। যে কবরে আপনি শায়িত, তার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীত। এতে রয়েছে পবিত্রতা, ক্ষমা, অনুগ্রহ ও বদান্যতা।'[২১]

খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ বিষয়টি জানতে পেরে তা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং চরণগুলো পুণঃস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তোমরা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর, নির্দয় ও উদাসীন কেন? স্বীয় প্রভূর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কোন ধরণের? মনে হয় তোমরা আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছ-

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

"আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"[২২]

[২০]. এটি হাদীসের একটি টুকরাংশ। বুখারী : কিতাবুর রিকাক, باب التواضع (ফতহুল বারী) খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৪৮, হাদীস : ৬৫০৩

[২১]. তাফসীর ইবনে কাছির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৬

[২২]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৬১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।"[২৩]

২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক মসজিদে নববী হতে অপসারণ করার উদ্ভট তত্ত্বের দাবীদার মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদিয়ী যে ভিন্নমতাবলম্বী আলেম, দায়ী ইলাল্লাহ ও সালেহীনদেরকে অধিকহারে গালিগালাজ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য প্রসিদ্ধ (তার লিখিত কিতাবাদি ও ধারণকৃত ক্যাসেট গুলো একথার স্বাক্ষ্য বহন করে), তোমরা তাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার ওপর নির্মিত গম্বুজ, শীর্ষক আলোচনা পেশ করার সুযোগ দিয়েদিলে। অনুষ্ঠানটি শায়খ হাম্মাদ আল আনসারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে ওই ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে মসজিদে নববী হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক অপসারণ করার অস্তিত্বকে মারাত্মক বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং তা ধ্বংস ও অপসারণ করার দাবী উত্থাপন করেছিল। তোমরাই তাকে এ সাহস ও কৃতিত্ব দান করেছ। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে তোমরা সম্মানিত করেছ কেন?

এ লোকটি বিগত কয়েক বছর ধরে তোমাদের মাযহাবের সমর্থক সহস্র অনুসারীদের নিয়ে ইয়ামেনের ইডেন শহরে সালেহীন ও পূণ্যাত্মা মুসলমানদের কবরে ধ্বংসলীলা চালিয়ে আসছে।[২৪] তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতা সৃষ্টি করছে। তারা কুড়াল চালিয়ে মৃত লোকদের কবরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। এমনকি কতিপয় মৃতলোকদের কবর হতে হাড্ডি বের করে তাদেরকে অপমানিত করেছে। তারা অন্ধ ফেতনার ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে। আমরা জানতে পেরেছি, এ কাজে তারা

[২৩]. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৭

[২৪]. ইডেন ও হাযরামাউতের মানুষের বরকতের পাত্র, ইমামে রব্বানী আল বাবীব আল ইদরুস আল-আদনীর মাযার ভাঙতে উদ্ধত হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। তাঁর মাযারটি নতুনভাবে নির্মিত হয় এবং মাযারের উপর গম্বুজ পুণঃস্থাপন করা হয়।

ইয়ামেনের বিভিন্ন স্থানে বোমা (ডিনামাইট) বিস্ফোরণ ও ঘটিয়েছে। (এসবগুলো তোমাদের আমলনামায় সংরক্ষিত হচ্ছে)

২৪. বাদশাহ ফাহাদ (আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) এর নির্দেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কুরআনের গায়ে তোমরা মাসহাফে মদীনা মুনাওয়ারা লেখার পরিবর্তে মাসহাফে মদিনাতিল নববীয়্যাহ লিখেছ। মনে হয় তোমরা একথা স্বীকার করনা যে, এই পবিত্র নগরী, উপরন্তু গোটা বিশ্ব জগত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও শুভাগমনের কারণে আলোকিত হয়েছে। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের সময় মদীনার আনসারদের শিশু কিশোররা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গগণবিদারী মুহুর্মুহু স্লোগান ও হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لله دَاعِ

'ছানিয়াতুল বিদা উপত্যকার দিক হতে আমাদের নিকট পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। কিয়ামতাবধি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের উপর আবশ্যক।'

তিনি পূর্ণিমার চন্দ্র, উজ্জ্বল নক্ষত্র ও জ্যোতির্ময় আলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"[২৫]

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছেন এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ্- যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।"[২৬]

[২৫]. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৫

[২৬]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১৫-১৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করো। অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে দেখতে পাবে যে, উক্ত আয়াতে নূর শব্দের অর্থ করা হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমরা এখানে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্তাগত নূর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাইনা; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন, সুন্নাহ ও হিদায়াত যা নিয়ে এসেছেন সবকিছু সহকারে তিনি নূর ও রহমত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।"[২৭]

২৫. তোমরা পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের নাম এভাবে জেদের সাথে নির্ধারণ কর যে, রিয়াসাতুল হারামিল মক্কী ওয়াল মসজিদুল নববী শরীফ বলো, হারামে নববী শরীফ বলোনা। অনুরূপভাবে সেখানকার রাস্তার ফলকগুলো একথা নির্দেশ করে, মসজিদে নববী হারামের অন্তর্ভূক্ত হবেনা কেন?

অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মদীনাকে হারামের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

قَالَ عاصِمٌ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"আসেম বিন সুলাইমান আল-আহওয়াল বলেন: আমি হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে হেরেমের অন্তর্ভূক্ত করেছেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত। যে ব্যক্তি তাতে কোন ধরণের বিদআতের প্রচলন করবে তবে তা হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যে ব্যক্তি তাতে কোন ধরণের বিদআতের প্রচলন করবে, তার

[২৭]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১৬

উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবমন্ডলীর পক্ষ হতে অভিশাপ থাকবে। কিয়ামতের দিন তার কোন আমল (ফরজ-নফল) কবুল হবে না।"

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ : ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ.

"হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর আরেকটি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ প্রান্তরে আসলেন, অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে আসলেন। এ পর্যায়ে তিনি উহুদ পাহাড়ের মুখোমুখি হলেন এবং বললেন: এটি (উহুদ পাহাড়) এমন একটি পাহাড়, যেটি আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও এটিকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন এ মর্মে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! ইবরাহিম যেভাবে মক্কাকে হেরেম ঘোষণা করেছেন, আমিও তদ্রুপ এর (মদীনা) পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেম ঘোষণা করলাম। হে আল্লাহ! তুমি তাদের 'মুদ' ও 'সা' (উভয়টি মদীনার পরিমাপ যন্ত্র) এর মধ্যে বরকত দাও।"[২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মদিনা হেরেমের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি তাতে কোন ধরণের বিদআতের প্রচলন করবে, তবে তা হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যে ব্যক্তি তাতে কোন ধরণের বিদআতের প্রচলন করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবমন্ডলীর পক্ষ

[২৮]. ১. সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা, باب حرم المدينة, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭২ এবং কিতাবুল ই'তেসাম, باب إثم من آوى محدثا

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, باب فضل المدينة হাদীস : ১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, এখানে নবী করিম (সাঃ) বরকতের জন্য দোয়া করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হতে অভিশাপ থাকবে। কিয়ামতের দিন তার কোন আমল (ফরজ-নফল) কবুল হবে না।"[২৯]

২৬. ইসলামী ঐতিহ্য ও জ্ঞান ভান্ডার নিয়ে দূর্নীতি : ইসলামী ঐতিহ্য ও স্মৃতিবাহী গ্রন্থগুলোর যেসকল বিষয় তোমাদের মনপূত নয়, সেগুলো বিয়োজন করতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। তোমরা দেশের মধ্যে সেগুলোর আমদানী ও অনুপ্রবেশ রোধ করতে সক্ষম নও। কারণ সাধারণ মুসলমানরা এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সলফে সালেহীন লেখকদের মতামতের প্রতি এটা আইনতঃ ও শরীয়ত গত চরম অন্যায় ও গর্হিত কাজ। দুনিয়াতে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে বিচার কুড়াতে সক্ষম নন। তবে আখিরাতে অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করবে। তোমরা যা কিছু সংযোজন করেছ, বিয়োজন করেছ কিংবা বিকৃত করেছ, এর কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছেঃ

ক) আবদুল কাদির আল আরনাউত শামীর সম্পাদনায় ১৪০৯ হিজরী, দারুল হুদা প্রকাশনী রিয়াদ থেকে প্রকাশিত ইমাম মুহিউদ্দিন নবভী কৃত কিতাবুল আযকার গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠায় فصل في زيارة قبر الرسول ﷺ (রাসূলুল্লাহর কবর জিয়ারত) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ নামক পরিচ্ছেদটির শিরোনাম এ মর্মে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, فصل في زيارة مسجد رسول ﷺ (রাসূলুল্লাহর মসজিদ জিয়ারত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ) এছাড়া উক্ত পরিচ্ছেদের পূর্বাপর কয়েকটি লাইন ও ইমাম নবভী কর্তৃক বর্ণিত আতবীর পুরো কাহিনীটি বাদ দেয়া হয়েছে।

এটা লেখক ও গ্রন্থের উপর চরম অন্যায় ও গর্হিত আচরণ। সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করা হলে এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য প্রকাশককে দায়ী করা হয় তার কাছে এর একটি পান্ডুলিপি রয়েছে বলে তিনি দাবী করেন।

খ) তাফসীরে জালালাইনের টীকা গ্রন্থ 'হাশিয়াতুছ ছাবি' হতে তোমাদের অপছন্দনীয় অনেক কথা বাদ দিয়েছ।

গ) হানাফী মাযহাবের ফিকাহ গ্রন্থ হাশিয়া ইবনে আবেদিন শামী থেকে ওলি, আবদাল ও সালেহীন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়েছ।

ঘ) ফতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়ার সর্বশেষ সংস্করণে তোমরা তাসাউফ সম্পর্কিত দশম অধ্যায়টি বাদ দিয়েছ।

ঙ) দাওয়া, ইরশাদ, ইফতা ও তাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থার সাবেক প্রধান পরিচালক শায়খ বিন বায, ইমাম ইবনে হাযর আসকলানীকৃত বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল

[২৯]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, باب فضل المدينة হাদীস : ১৩৭১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বারীর মধ্যে তার অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি আপন সহকর্মীদের নিয়ে এর ৩টি খন্ডও প্রকাশ করেছেন। এতপর তিনি এ অপব্যাখ্যা থেকে থাকেন। এ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি একটি নিকৃষ্ট দ্বার উন্মোচন করেছেন।

চ) তিনি বিন বায আবু বকর আল জামায়েরীকে তাফসীরে জালালাইনের সমকক্ষ বিকল্প একটি তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ করেছিলেন এবং তাফসীরটিকে জালালাইন শরীফের সাথে সাদৃশ্যশীল রাখতেও বলা হয়, যাতে সর্বসাধারণের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক ভাবে হয়।

২৭. তোমরা দ্বীনের সম্ভ্রম রক্ষার নামে মসজিদে নববীতে নারীদেরকে আপন স্বামী ও মুহরিম পুরুষ থেকে আলাদা করে দাও। নারীদের প্রবেশ পথের মুখে তোমরা নিজেদের অনুগত পুরুষ কর্মীদেরকে নিয়োজিত রেখেছ। মনে হয় তোমরা ধারণা করো তারা সকল ধরণের পাপকর্ম হতে পবিত্র। তারা নারীদেরকে উকি মেরে দেখে। অনুরূপ তোমরা হজ্ব ও ওমরার তাওয়াফরত নারী পুরুষের লাইনের মাঝখানে পুলিশের পুরুষকর্মী নিয়োজিত রেখেছ। তারাও উঁকি মেরে নারীদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি ফেলে। তারা নারীদেরকে হিজাব বা পর্দা করার তাগিদ দেয়। তাদের এ তাগিদটি অধিকাংশ উলামাদের মতের পরিপন্থী। কেননা এই মহান ইবাদত পালন করার সময় মুখ খোলা রাখা ওয়াজিব।

২৮. তোমরা ঐ লোকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছনা যারা মক্কার হারামে অবস্থিত মুসলমানদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে, তাদেরকে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে। অতঃপর ইকামা না থাকলে আটক করে নিয়ে যায়। এই কাজটি হারাম শরীফ সম্পর্কিত আল্লাহর এ ঘোষণার পরিপন্থী। এছাড়া তা রুকু সিজদা ও তাওয়াফ পালনকারী মুসলমানদের মনে অস্থিরতা ও ত্রাস সৃষ্টি করে এবং তাদের স্থিরতা, মনোযোগিতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।

২৯. তোমাদের শরীয়া কোর্টসমূহ ভিনদেশী মুসলিম নর-নারী যারা তোমাদের দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেনি কিংবা পর্যটক, তাদের সাথে তোমাদের দেশের মুসলিম নর-নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ করেছে। এটা বিদআত ও চরম অন্যায়। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যখন শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া।

৩০. তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার জন্য তোমাদের তথাকথিত আকিদায়ে সহীহাহের সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কোন ছাত্রে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্কলারশীপ মঞ্জুর করনা। ছাত্রটি একত্ববাদী সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়াটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আর এটা হচ্ছে অত্যন্ত নিন্দিত গোড়ামী।

৩১. যখন কেউ তোমাদের সাথে ফিকহী কিংবা আক্বীদাগত বিষয়ে মত বিরোধ করে, তখন তোমরা তাকে নিন্দা জানিয়ে বিদআতি কিংবা মুশরিক সাব্যস্ত করে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ কর। এমনকি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও প্রতিবাদ করার সুযোগও দাওনা। যেমনটি সাইয়্যেদ মালেকী, আবু গুদ্দাহ, সাবুনী সহ অসংখ্য মনীষীর বেলায় এরকম ঘটেছে।

৩২. তোমরা এমন একটি মারাত্মক বিদআত প্রচলনের জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছ যার দিকে তোমাদের পূর্বসূরীরা অগ্রসর হয়নি। তা হচ্ছে তোমরা চেষ্টা চালাচ্ছ জান্নাতুল বকীর দরজা বন্ধ ও তালা ঝুলাতে, তাতে কাউকে দাফন না করতে এবং তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত মত অনুযায়ী এই শিরক বিদআতের আখড়া হতে সদ্য মৃত অনেকের লাশ তুলে বহু দূরে অন্যত্র স্থানান্তর করেছ।

তোমরা আরো উঠে পড়ে লেগেছ মানুষকে জান্নাতুল বাকীতে প্রবেশে বাধা দিতে এবং তথায় দাফনকৃত আহলে বাইত, সাহাবী, তাবেয়ীন ও সালেহীনদের যিয়ারত নিষিদ্ধ করতে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এই অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আরো চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ তোমাদের এ অপতৎপরতার ব্যাপারে অবগত হন। তিনি তোমাদের আকাঙ্খা অংকুরে বিনষ্ট করে দিয়েছেন এবং জান্নাতুল বাকী সম্প্রসারণের নির্দেশ দিলেন। যাতে তোমাদের কাছে মৃত মুসলমানদের সেখানে দাফন করার স্থান সংকুলানের অভাব, এ দলিলটি না থাকে।

৩৩. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রথম বিবি উম্মুল মুমীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিআল্লাহু আনহার ঐ পবিত্র ঘরটি যেখানে সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ধ্বংসযজ্ঞে তোমরা সন্তুষ্ট ছিলে বিধায় কোন প্রতিবাদ করনি। উক্ত ঘরটি ধ্বংস করার পর স্নানাগার, শৌচাগার ও ওযু খানায় রূপান্তর করার কাজে তোমরা নীরবভাবে সন্তুষ্ট ছিলে। কোথায় গেল আল্লাহর ভয়? কোথায় গেল রাসূলের প্রতি লজ্জা শরম?

৩৪. তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট নিদর্শনটুকু ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছ এবং ওই অপচেষ্টায় রত আছ। আর এটি তোমাদের কর্ম অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিধন্য জন্মস্থানটি ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে সেখানে পশুর

www.AmarIslam.com

হাট বসিয়েছ। অতঃপর তথাকার পূণ্যবান ব্যক্তিরা ওই পূণ্যস্থানটি সুকৌশলে একটি পাঠাগারে (মক্কা মুকাররামা পাঠাগার) রূপান্তরিত করেন। তোমরা এই স্থানটিকে প্রতিশোধ স্পৃহা, ঘৃণা ও মন্দ চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছ। এটির ব্যাপারে বিভিন্ন সুযোগ ও কালচক্রের অপেক্ষায় রয়েছ। তোমরা প্রকাশ্য দিবালোকে এটিকে ধ্বংস করার জন্য দাবী উত্থাপন করেছ এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাও কামনা করেছ। বিগত কয়েক বছর পূর্বে তোমাদের শীর্ষস্থানীয় উলামাদের সংস্থার পক্ষ হতে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পাশ করানোর পর তোমরা কর্তৃপক্ষকে একাজে প্ররোচিত করেছ। এব্যাপারে আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ শাসক, অপরিণামদর্শী বাদশাহ ফাহাদ তোমাদের একাজে জড়িত ছিলেন না। তিনি তোমাদের দাবীর ব্যাপারে অবগত হওয়ার চেষ্টাও করেননি বিধায় তা রুখে ছিলেন। হে বেআদব ও অকৃতজ্ঞরা! তোমরা ওই মহানবীর সাথে বেআদবী ও অকৃতজ্ঞতা করছ কেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের তোমাদের এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন?

হে নির্লজ্জরা! তোমরা ওই নবীকে লজ্জা করছনা কেন, যার সম্মুখে সকলকে হাওজে কাওছারে হাজির হতে হবে?

হে দূর্ভাগা দল! তোমরা নিজেদের কথায় ও কাজে আপন নবীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছ! তাঁর স্মৃতি ধন্য নিদর্শন সমূহ মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালাচ্ছ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলেছেন:

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ﴿١٢٥﴾

"আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও।"[৩০]

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উপর তালুত, মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের অনুগ্রহ বর্ণনা করত: ইরশাদ করেন:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

[৩০]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।"[৩১]

মুফাসসীররা বলেন, আয়াতে উল্লেখিত পরিত্যক্ত বস্তু সামগ্রী দ্বারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, লাঠি ও তার পাদুকাদ্বয় বুঝানো হয়েছে।

মনে চাইলে তোমরা সহীহ বুখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদর্শন ও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কিত বর্ণিত সহীহ হাদিস সমূহ অধ্যয়ন করতে পারো। এটুকুই যথেষ্ট যাদের অন্তরচক্ষু ও ইন্দ্রিয়জাত চক্ষু রয়েছে তাতেই রয়েছে, বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষের জন্য সুমহান নেয়ামত।

৩৫. তোমাদের পূর্বসূরী মুরব্বীরা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম, ইবনে রজব, ইবনে আবদুল হাদী, ইবনে কুদামা মুকাদ্দেসী হতে নিয়ে যরকাশী, মারআ বিন ইউসুফ, ইবনে হুরায়রা, হেযাভী, মরদাভী, বাহুলী, বাহুতি, ইবনে মুফলেহ সর্বশেষ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, তার পুত্রগণ, মুফতি মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম ও ইবনে হামিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহিম পর্যন্ত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে তোমরা এ মাযহাবের সম্পর্কচ্ছেদ করেছ। এবং নিজেদেরকে সালাফী নামে অভিহিত কর। এমনকি ফতওয়া ও ইরশাদ বিভাগের প্রধান শায়খ বিন বায সৌদি সাময়িকীর একটি সাক্ষাৎকারে এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, আমরা হাম্বলী মাযহাব অনুসরণও করিনা এবং হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহর উপর নির্ভরও করিনা। আমরা শুধু কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করি।

সুবহানাল্লাহ! ইমাম আহমদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য সম্মানিত ইমামরা কি কুরআন সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন না? নাকি তোমাদের শায়খ ও অনুসারীরা মুজতাহিদে মুতলাকের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যারা মাযহাবের অনুসরণ করেনা, তাদের মর্যাদা মুজতাহিদ ইমামের চেয়ে উচু? আমরা তোমাদেরকে সে ধারণা পোষণ না করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে

[৩১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৮

অজ্ঞতা, অহংকার ও বিবাদ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাতে আমরা সে যুগে এসে না পড়ি, যে যুগ সম্পর্কে আল্লাহর নবী ভবিষ্যত বাণী দিয়েছেন-

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

"কিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে, যখন (পৃথিবী জুড়ে) অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে, জ্ঞান উঠে যাবে এবং হত্যাযজ্ঞ বৃদ্ধি পাবে।"[৩২]

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

"আল্লাহ তা'আলা (পৃথিবী) হতে সামগ্রিকভাবে (এক সাথে) ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এভাবে যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা বানাবে, তাদের নিকট কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ছাড়া ফতওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করবে।"[৩৩]

৩৬. তোমরা অবুঝ শিশু কিশোরদেরকে উম্মতে মুসলিমার সলফে সালেহীনদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ করার সুযোগ করে দিয়েছ। তাদের মধ্য হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। তোমরা মাহমুদ আল হাদ্দাদকে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করার সুযোগ দিয়েছ। তার দাবী মতে সে উক্ত গ্রন্থ 'এহইয়াউ উলুমুদ্দিন' গ্রন্থে বর্ণিত হাফেজ ইরাকী ও আল্লামা যুবায়দীর হাদীসগুলো সংকলন করেছে। সে উক্ত গ্রন্থের সূচনায় একটি ভূমিকা লিখেছে। এ ভূমিকা ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে পথ ভ্রষ্ট এবং আরো বড় বড় অপবাদে জর্জরিত করেছে।

[৩২]. ১. সহীহ বুখারী : কিতাবুল ফিতান, باب ظهور الفتن খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৯
২. সহীহ মুসলিম : কিতাবুল ইলম, باب رفع العلم...الخ হাদীস : ২৬৭২

[৩৩]. ১. সহীহ বুখারী : কিতাবুল ইলম, باب كيف يقبض العلم , খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩
২. সহীহ মুসলিম : কিতাবুল ইলম, باب رفع العلم وقبضه...الخ হাদীস : ১৫৭

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা নানা ধরনের প্রকাশনা ও মিডিয়ার আশ্রয়ে শত সহস্র বছর ধরে বৃহত্তম মুসলিম জামাতের প্রতিনিধি ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের গোমরাহ বলে আখ্য দিয়ে আসছ। দেখো, তোমাদের ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের সাময়িকী সমূহ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পথ ও পদ্ধতি, আমি নিজে বিষয়টি নিয়ে ওয়াক্ফ মন্ত্রী শায়খ আবদুল্লাহ আবদুল হাসান তুর্কীকে উক্ত সাময়িকী গুলোর কয়েকটি সংখ্যার বিষয়ে অবহিত করেছি। কিন্তু তারপরও কোন কিছু পরিবর্তন করা হয়নি।

৩৭. তোমরা সংকীর্ণ করেছ অতঃপর রুদ্ধ মুসলমানদের ইমাম, শাসক ও নেতৃবৃন্দের জন্য উপদেশের দরজা, যারা এ বিষয়টির বিরোধিতা করেন তোমরা তাকে অবাধ্য ও বিদ্রোহী বলে ফতওয়া দাও। তোমরা এই সময়ে তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করছ, যখনই মুসলমান ও মুসলিম রাজা বাদশাহরা ওয়াজ ও ভাল ভাল উপদেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

"দ্বীন হচ্ছে অপরের জন্য কল্যাণ বা হিত কামনা। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য? উত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং মুসলমানদের ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য।"[৩৪]

৩৮. তোমরা ইরানী নেতা খোমেনী ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ কারণে দোষারোপ ও ঘৃণা কর যে, তারা আল কুরআনের-

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত

[৩৪]. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب بيان أن الدين النصيحة ১/৭৪, হাদিস : ৫৫

দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৩৫]

আয়াতকে স্ববিরোধীদের মৃত্যুদন্ড ও ফাসির আদেশ দেয়ার সময় শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তোমরাও উক্ত আয়াতটিকে বিরোধীদের বেলায় নিজেদের জন্য অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছ। এ আয়াতের দোহাই দিয়ে তোমরা তৃণলতা কাটার মত লঘু অপরাধেও সরলমনা অসহায় ও ভিনদেশী মুসলমানদের গর্দান উড়িয়ে দাও। জানিনা তোমরা এ ব্যাপারে জিদ্দাস্থ ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর নিকট ফতওয়া চেয়েছ কিনা? এক্ষেত্রে তোমরা অন্যদের মতামতকে পরোয়াও করনা। যেমন এব্যাপারে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মুসলিম বিশ্বের বড় বড় আলেমদের অভিমত। মনে হয় তোমরা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের এই ফায়সালার কথা ভুলে গেছ।

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ.

"হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হদ সমূহ (দন্ড) ব্যতীত তোমরা সচ্চরিত্রবান মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।"[৩৬]

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

"হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যথাসম্ভব মুসলমানদের হদ (দন্ড) রহিত কর। যদি এর জন্য কোন উপায় থাকে,

[৩৫]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩৩

[৩৬]. ১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, باب في الحد يشفع فيه হাদীস : ৪৩, ৭৫
২. মুসনাদে আহমদ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮১
৩. বায়হাকী, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৬৮, ৩৩৪

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাহলে সে উপায় অবলম্বন কর। কেননা, ক্ষমা করার ব্যাপারে ইমামের ভূল-ত্রুটি হওয়া শাস্তির মধ্যে ভূল ত্রুটি হওয়ার চেয়ে উত্তম।"[৩৭]

হাফেজ ইবনে হাজার রাহমতুল্লাহি আলাইহি তালখীস (৪/৫৬) গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে আবু ওয়ায়েল, আবু ওয়ায়েল হতে আসেম এবং আসেম হতে সুফিয়ান সওরী বর্ণিত হাদীসটি এ অধ্যায়ে অধিক সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন:

اِدْرَؤُا الْحُدُودَ بِالشُّبْهَاتِ، اِدْفَعُوْا الْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"তোমরা সন্দেহের বশবর্তী হলে দন্ড রহিত কর। এবং যথাসম্ভব মুসলমানদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাক।"

হাদীসটি ওকবা ইবনে আমের ও মুয়ায রাদিআল্লাহু আনহু হতেও মওকুফ সনদে বর্ণিত। অনুরূপভাবে হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু হতেও মুনকাতে ও মওকুফ সনদে বর্ণিত রয়েছে। কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে আবু মুহাম্মদ বিন হাযম হাদীসটি মওকুফ হিসেবে হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন। ইবনে আবি শাইবা ইবরাহিম নখয়ীর সনদে হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন:

لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبْهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيْمَهَا بِالشُّبْهَاتِ.

"কেননা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দন্ড প্রয়োগ করার চেয়ে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দন্ড রহিত করা অধিক শ্রেয়।"

হারেছি কৃত 'মুসনাদে আবু হানিফা' গ্রন্থে মিকসামের সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে মূল শব্দ সহকারে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা

[৩৭]. সুনানে তিরমিযি : কিতাবুল হুদুদ, باب ماجاء في درء الحدود খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩, হাদীস : ১৪২৪
ইমাম তিরমিযি বলেন : হাদীসটি মুহাম্মদ বিন রবীআ হতে, তিনি ইয়াজিদ বিন জিয়াদ দামেশকী হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি নবী করিম (সা.) হতে উপর্যুক্ত বর্ণিত সনদ ছাড়া অন্য কোন ভাবে হযরত আয়েশা হতে 'মারফু' সনদে বর্ণিত আছে বলে আমার জানা নেই। ওয়াকী অনুরূপভাবে হাদীসটি ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'মারফু' বলেননি, আর ওয়াকীর বর্ণনা সহীহ। আর এভাবে সাহাবী ছাড়া অন্যদের থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তারাও অনুরূপ বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ দামেশকী হাদীসের ক্ষেত্রে দূর্বল বাব। তার চেয়ে ইয়াজিদ বিন আবু জিয়াদ কুফী অধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আর এ অধ্যায়ে দারে কুতনীতে হযরত আলীর সনদে, ইবনে মাযাহ ও আবু ইয়ালায় হযরত আবু হুরায়রার সনদে এবং আবু দাউদ ও নাসায়ীতে আব্দুল্লাহ বিন আমরের সনদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হয়েছে। তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছ? মানবের প্রাণ সম্পর্কে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য উচ্চারণকারী।

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।"[৩৮]

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির ফায়সালা হবে, তা হচ্ছে খুন বা রক্তপাত।"[৩৯]

অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করোনা, কিয়ামত দিবসের কঠিন ও লজ্জাজনক শাস্তি হতে বেঁচে থেকো।

৩৯. তোমরা নিজেদের গোড়া মতাদর্শ ও চিন্তাদর্শনের মাধ্যমে সহজ সরল যুবকদেরকে বিপথগামী ও প্রতারিত করছ। যেমন মক্কার হারেমের অভ্যন্তরে নিহত জুহাইমিন আল উতায়বী ও তার দল। তোমাদের নেতাই (শায়খ) তাদের নেতা। উতায়বী, তোমাদের শায়খ ও আল জামায়েরী নিজেদের মতাদর্শ নিয়ে পরস্পর পরামর্শ, পরস্পরের প্রতি প্রত্যাবর্তন ও বিভিন্ন নির্দেশ জারি করত। তারা

[৩৮]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩২
[৩৯]. ১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮৮
২. সহীহ বুখারী, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৩. সহীহ মুসলিম, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা : ১০৭
৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ১২৬৯
৫. সুনানে নাসায়ী, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা : ৮৩
৬. সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস : ২৬১৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের চোখের সামনে হারামাইন শরীফাইনে মুসলমানাদেরকে অবাধে কষ্ট দিত। তাদেরকে বিভিন্ন আদেশ নিষেধ করত এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করত। এমনিভাবে যখন তাদের ভিত মজবুত হল, তাদের হীন নখ লম্বা হল, অতঃপর তারা নিজেদের হীন কর্ম সম্পাদন করল। তখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করে নিহত, আহত ও বন্দী করে বিপর্যস্ত করে দেয়া হল। তোমরা বলেছ, তাদের দল ও কর্মের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রকাশনা সমূহ এ বিষয়টির জন্য প্রমাণ ও দৃঢ় সাক্ষী হিসেবে রয়েছে যে, এগুলো তোমাদের গোড়া মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত, সিক্ত সর্বোপরি প্রমত্ত। কুরআন সুন্নাহর নামে সংঘটিত তোমাদের কীর্তিকলাপ তোমাদেরকে আজীবন লজ্জা দেবে। তোমরা সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৪০. তোমরা সুফিয়ায় কেরাম, আশয়ারী ও মাতুরীদেরকে কাফির বল। অথচ তাঁরা মুসলিম জাতির বৃহত্তম দলের প্রতিনিধিত্ব করেন অতঃপর তোমরা (মিসরের) ইখওয়ানুল মুসলিমীন, তাবলীগ এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রচারকদেরকে সমদৃষ্টিতে দেখ। তোমরা ছাড়া কি দুনিয়াতে আর কোন মুসলিম বাকী নেই?

৪১. তোমরা নিজেদের দরস ছাড়া অন্য কোন দরস, নিজেদের মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব, নিজেদের ওয়াজ ছাড়া অন্যদের ওয়াজ এবং নিজেদের আহবান ছাড়া অন্যদের আহবানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছ। ফলে শিক্ষার গতি শ্লথ হয়ে গেছে। ওয়াজের মাহফিল নীরব হয়ে গেছে। কুরআনের আসর বন্ধ হয়ে গেছে। এবং জিকিরের মাহফিল নিস্তধ হয়ে গেছে। তোমরা ঐ দিন আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন? যে দিন তিনি বলবেন,

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

"এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪০]

৪২. তোমরা ইবনে আরবীকে কাফির বল। অতঃপর তাঁর সাথে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালীকেও যুক্ত কর। এরপর তোমাদের এই বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর আবুল হাসান আশয়ারীর প্রতি। অতঃপর তোমরা বল, মিসরের

[৪০]. আল-কুরআন, সূরা আস সাফ্ফাত, আয়াত : ২৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাসানুল বান্না ও আফগান শহীদরা শাহাদাত লাভ করেনি। কেননা তাদের আকীদা সঠিক ও বিশুদ্ধ ছিলনা; বরং তারা ছিলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দল। আর তোমরা শুধু নিজেদেরকে মুক্তি প্রাপ্ত দল হিসেবে অবশিষ্ট রেখেছ। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি ভুলে গেছ-

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

"যখন কোন ব্যক্তি একথা বলবে যে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি তাদেরকে ধ্বংস করেছে।"[৪১]

৪৩. তোমরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্নিকটে মদীনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একিট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছ। সাধারণ মুসলমান ও আলেমরা প্রিয় সন্তানকে নিয়ে দ্রুত ছুটে আসেন এই জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। তাঁরা মনে করেন, এর মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আনুগত্য ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে তোমরা তাদেরকে শিক্ষা দাও কিভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইত ও সাহাবী তাবেয়ীদের মুহাব্বত শূন্য করে দেয়া যাবে। তোমরা ছাত্রদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত কর। যাতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক অধিকহারে জিয়ারতকারী তথাকথিত কবর পূজারীদের নাম ও তাদের ব্যাপারে বার্তা তোমাদের নিকট প্রেরণ করতে পারে। এমনিভাবে ঐ সকল নবী প্রেমিকদেরকে নিজেদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত কর। কিন্তু যারাই তোমাদের প্রেমিক তোমাদের অনুগত, শুধু তারাই তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু।

যে সকল ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে তোমাদের তথাকথিত মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মতাদর্শ গলাধ:করণ করে, তোমরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী তাদের ভ্রষ্ট জাতি ও পূর্বপুরুষদের ইসলাম নবায়নের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে তাদেরকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ কর।

[৪১]. ১. মুয়াত্তা মালেক, হাদীস : ৬০৯
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭২
৩. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ৭৫৯
৪. সহীহ মুসলিম, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৬
৫. আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৮৩, সকলে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা তাদেরকে অঢেল বেতন ভাতা দান কর। তাদের জন্য বিভিন্ন কার্যালয় চালু কর এবং নানা ধরনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দাও। কিয়ামতাবধি তাদের সাথে তাদের জাতির উলামা ও সালেহীনদের বিরোধিতা ও বিদ্বেষ অটুট থাকবে। মনে হয় তারা টাইম বোমা। যা যাবতীয় ধারনা ও হিংসা বিদ্বেষে ভরা। তোমরা এগুলো মুসলিম বিশ্বে পুঁতে রেখেছ। বিশেষতঃ আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ ও বিরোধিতার যোগান দিয়েছ। তোমরা শুধু এতে ক্ষান্ত হওনি; বরং তোমরা এ বিশৃঙ্খলার বীজ পৌঁছে দিয়েছ রাশিয়া হতে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত মুসলিম দেশ সমূহ এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত কলোনী ও প্রদেশ সমূত হও। আমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের বিচার চাই।

৪৪. ইবনে তাইমিয়া ইবনে কাইয়্যিম ও তাঁদের পূর্ববর্তী কোন সালাফী ইমাম একথা বলেননি যে, সকল সুফিগণ মুশরিক; বরং তাঁরা বলেছেন, সুফিদের মধ্যে কেউ কেউ সিদ্দিকীনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ইচ্ছা হলে তোমরা সাহাবীর গ্রন্থ সমূহ, ইবনে রজবের গ্রন্থ সমূহ, ফতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়ূমের 'মাদারিজুস সালেকীন' ইত্যাদি গ্রন্থ দেখত পার।
এ অপকর্মটি শুধু তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের ভক্ত ও ছাত্ররা শুরু করেছ যেমন আবদুর রহমান আবদুল খালেক, আল জামায়েরী, জাইনু দামেশকী, আলবানী, মুকবিল আল ওয়াদিয়ী প্রমূখ। যারা সকলই তোমাদের এই পদের সহযাত্রী তোমাদের এই চিন্তা-দর্শন কি সালফে সালেহীনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নাকি তোমরা শুধু নিজেরাই এর উদ্ভাবক? তারপরও তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে আখ্যায়িত করাটা কতটুকু সঠিক, অথচ ইতিপূর্বে সালাফীদের কেউ এ ধরণের জঘন্য মত পোষণ করেননি।

৪৫. ইউরোপ আমেরিকার দেশসমূহ তোমাদের এই ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন মাদরাসা মসজিদে বিরোধিতার অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে। এ সবগুলো বিন বায ও ইবনে উসায়মীনের বপিত বীজের ফসল। তারা সুফি ও যাকেরীনদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। কথায় কথায় তোমরা আশয়ারী, মাতুরীদি, দেওবন্দি, বেরেলভী ইত্যাদি বলে মুসলমানদের মধ্য বিভক্তির বীজ বপন কর। একারণে তারা পরস্পর লড়াইরত থাকে। পরস্পরের নামাজ এবং পারস্পরিক বৈবাহিক ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপনকে হারাম বলে। আর দ্বীনি অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। আমি নিজেই এর প্রত্যক্ষদর্শী। আমার উপস্থিতিতে একজন খতীব সাহেবকে সূফি হওয়ার কারণে আমেরিকার

www.AmarIslam.com

একটি মসজিদে খুতবা দানে বাধা দেয়া হয়েছে। পরিণামে মুসল্লিদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অতএব আল্লাহর নিকট তওবা কর। তিনি বলেন:

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৪২]

৪৬. বর্তমানে যেসব হত্যাযজ্ঞ ও ট্রাজেডি ইসলামের সুনামকে কলুষিত করছে, মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও ইসলাম নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি হচ্ছে বিশেষতঃ তা হচ্ছে আলজেরিয়া, মিসর ও সদ্য সংগটিত হারামে মক্কায়, তা হচ্ছে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রীধারী, তোমাদের বিষাক্ত ফল। যার মূলভিত্তি হচ্ছে মুসলমানদের সম্পর্কে কুধারণা লালন করা এবং তাদেরকে কাফির, মুশরিক ও বেদআতী বলে আখ্যায়িত করা।

তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এ মর্মে অনুসন্ধান কর যে, তাদের মধ্যে কি কেউ সুফি, আসারী, আশয়ারী ও মাযহাবের অনুসারী উগ্রপন্থী রয়েছে? তোমরা তাদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করার পর তাদের ব্যাপারে নীরবতা পালন করে শুধু চেয়ে থাক। তাদের আমলের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করোনা এবং তাদেরকে সদোপদেশও দাও না। জানিনা কারা সুস্পষ্ট গোমরাহ।

৪৭. তোমরা প্রতিপক্ষ মুসলমানদেরকে ধর্মত্যাগী জাহমিয়া ও মুতাযিলা বলে অপবাদ দাও। অথচ তোমরাই জাহমিয়া। কেননা তোমাদের কতিপয় চিন্ত াদর্শন তাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অনুরূপ সত্যিকারভাবে তোমরাই মুতাযিলা। কেননা বিলায়ত, আউলিয়া, কারামত, মৃত্যুর পর কবরে পূনর্জীবন লাভ, ধর্মীয় অদৃশ্য বিষয়ে বিবেককে বিচারক নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে তোমরা তাদের সাথে সমমতাদর্শী।
প্রাচীনকালের একটি প্রবাদ রয়েছে:

رَمَتْنِيْ بَدَائِهَا وَانْسَلَّتْ.

অর্থাৎ নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও।
কেউ বলেন-

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

[৪২]. আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত : ৩১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'নিজে অভ্যস্ত এরূপ কাজে কাউকে বাধা দিয়োনা। কেননা তা তোমার জন্য বড় লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

তোমরা কি সত্য কথা শুনতে প্রস্তুত হবে?

৪৮. তোমরা খারেজিদের মত আচরণ কর। তোমাদের নিকট কোন মুসলমান বিশেষতঃ কোন ছাত্র আসলে প্রথমে তার আক্বীদা তোমাদের মতে সঠিক কিনা তা জানতে চাও, বিভিন্ন বিষয়ে তার আক্বীদা কি, আল্লাহ কোথায় থাকেন ইত্যাদি বিষয়ে তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করে ফেল।

তোমাদের পূর্ববর্তী খারেজিরাও এরূপ আচরণ করত। যখন একত্ববাদী কোন মুসলমান তাদের নিকট আসত কিংবা তাদের বসতির পাশ দিয়ে কোথাও যেত, তখন তারা তাকে যাচাই করে দেখত। যদি ঐ লোকটি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করত, তাহলে তারা তাকে হত্যা করত। অপরপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াতদ্বয় উল্লেখ করতঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।"[৪৩]

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

"আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? তোমাদের কি হল ? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?"[৪৪]

৪৯. মক্কার হারামে মাযহাব চতুষ্টয়ের শিক্ষার আসরের জন্য মিম্বর ছিল। কিন্তু তোমরা সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছ। অতঃপর দরস দেয়ার জন্য সেখানে আসন (চেয়ার)ও ছিল। কিন্তু সেগুলোও বন্ধ করে দিয়েছ, তন্মধ্যে সর্বশেষ আসনটি ছিল সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলভী মালেকীর। তাঁর দাদা ও পিতার ইন্তে কালের পর তিনি এ দরসকে পুণরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু তোমরা তাকে বাকা চোখে দেখ। তোমরা 'আল-হিওয়ার' কিতাবে তাঁকে গোমরাহ ও সুস্পষ্ট কাফির

[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৬
[৪৪]. আল-কুরআন, সূরা কলম, আয়াত : ৩৫-৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে অপবাদ দিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করায় আমি আমার 'রদ্দুল মানী' গ্রন্থে তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের এ অপবাদ খন্ডন করতে পেরেছি। আরো অনেক আলেমগণ স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের এ অপবাদ খন্ডন করেছেন। অবশেষে বাদশাহ ফাহাদ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ পর্যন্ত তিনি নিরাপদ আছেন।

তদানীন্তন কালে হারামে নববীতে মাযহাব চতুষ্টয়ের এরকম অনেক আলেম ছিলেন যাঁরা সেখানে দরস দিতেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ মুদাররিস ছিলেন 'কাতফুছ ছিমার ফি আহকামিল হজ্ব ওয়াল ইতিমার' গ্রন্থকার শায়খ আবদুর রহমান আল জুহলী আশ শাফেয়ী। শায়খ বিন বাযের অনুমতি লাভনা করা পর্যন্ত তাঁর দরস স্থগিত করে দিয়েছিলে। কিন্তু বিন বায তাঁকে অনুমতি দেননি। তাই তোমরা তাঁর দরস বন্ধ করে দিয়েছ।

তন্মধ্যে মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ সাঈদ লুজামী শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও অন্যতম। গোয়েন্দা রিপোর্টের আলোকে তোমরা তাঁর দরস বন্ধ করে দিয়েছ। তার দরস পুনঃচালুর ব্যাপারে বিন বাসের নিকট শত চেষ্টাও কাজে আসেনি। সুতরাং শিক্ষার্থীগণ তার মূল্যবান দরস হতে বঞ্চিত হল।

তার পূর্বে তোমরা আল্লামা শায়খ ইসমাইল ওসমান আয যাইন আশ শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহির দরসও বন্ধ করে দিয়েছ। একমাত্র আল্লাহ তোমাদের হিসাবের মালিক।

অনুরূপভাবে হারামাইন শরীফাইনে মাযহাব চতুষ্টয়ের (মালেকী, শাফেয়ী, হানাফী ও হাম্বলী) জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র সমূহে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যা ইসলামের প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ ও স্বর্ণ যুগ তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীনদের যুগ হতে চলে আসছে। এমনকি তোমাদের পূর্বসূরীদের হিয়াজ দখলের সময়েও। তোমরা যেখানে জাযায়েরী ও তার চেলা চামুন্ডাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্নিকটে উচ্চ কণ্ঠে বারবার বলেঃ নবীর পিতা মাতা জাহান্নামী, নবীর পিতা-মাতা জাহান্নামী।[৪৫] ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম, ওয়া হাসবুনাল্লাহি ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

আল্লাহর নিকট তোমাদেরকে হিসাব ও জবাবদিহী করতে হবে। তোমাদের নিকট আল্লাহর ভয়-ভীতি নেই। তিনি ইরশাদ করেনঃ

[৪৫]. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা-মাতার নাজাত সম্পর্কিত ইমাম হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ূতীর রচিত নয়টি কিতাবের সংকলনটি দেখুন। এ বিষয়ে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এ সংকলনটিই শ্রেষ্ঠতর। কিতাবগুলো সংকলিত আকারেও প্রকাশিত হয়েছে এবং খন্ড খন্ড আকারেও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।"[৪৬]

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

"আর যারা আল্লাহ্র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"[৪৭]

৫০. মসজিদে কুবায় মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের (উট উপবেশনের) একটি স্মৃতি চিহ্ন ছিল। তোমরা তাও ধ্বংস করে দিয়েছ। হিজরতের সময় ওই স্থানে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

"তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।"[৪৮]

আমি নিকট অতীতে ওই নিদর্শনটি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

৫১. মসজিদে কিবলাতাইনে প্রাচীর রহিত কিবলা মসজিদে আকসার দিকে প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি বাহী একটি নিদর্শন ছিল। তোমরা তা বিদআত বলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ।

[৪৬]. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৭
[৪৭]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৬১
[৪৮]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫২. তোমরা বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহুর বাগানটি উৎখাত করে দিয়েছ। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বপন করা একটি খেজুর গাছ ছিল। কুবার সন্নিকটে আইনুয যুরাকা ও বী'রে আরিছ (বী'রে খাতেম) কুপদ্বয় বন্ধ করে দিয়েছ এবং ইহুদীদের নিকট হতে হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু ক্রয়কৃত 'বী'রে রুমা' নামক কুপটির উপরও অবরোধ আরোপ করেছ। এ কুপটি তিনি ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সেখানে আরো অগণিত নিদর্শনাদি ছিল। যে গুলো তোমরা হয়ত ধ্বংস করে দিয়েছ কিংবা পরিচয়হীন করে দিয়েছ।

৫৩. আহসা বাসীদের মধ্যে মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিটিরই আলাদা আলাদা মাদরাসা ছিল। তোমরা সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছ। সেগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছ। কেননা তোমাদের পরিচালিত মাদরাসা সমূহে ছাত্র ছাত্রীদের নিকট তোমাদের মাযহাবের দরস ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের দরস দেয়াকে বৈধ মনে করনা। যারা ঘরে বসে দরস পরিচালনা করতে লাগল, তোমরা তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখছ। তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখছ, কোন ঠাসা করে রাখছ, অবরোধ করে রাখছ এবং তাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছ। এগুলো কি দায়ী, সৎ, খোদাভীরু ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের কাজ হতে পারে? তিনি আল কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না।"[৪৯]

أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

"তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুণরুত্থত হবে? সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।"[৫০]

[৪৯]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮১
[৫০]. আল-কুরআন, সূরা তাতফীফ, আয়াত : ৪-৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫৪. তোমরা মহান সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর ঐ পবিত্র ঘরটির উপর কুড়াল চালিয়েছ, যেটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে স্বীয় হুজরা (কক্ষ) শরীফ প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে মেহমান হয়েছিলেন। তোমাদের পূর্বপুরুষের কালসহ যুগ যুগ ধরে এ মহিমান্বিত ঘরটি সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। মসজিদে নববীর মিহরাবের সম্মুখভাগে অবস্থিত এই চিহ্নটি তোমরা নির্মূল করে দিয়েছ। কারণ তোমাদের ধারণা এর দ্বারা মুসলমানরা (তোমাদের মতে মুশরিকরা) বরকত হাসিল করে।

৫৫. তোমরা আবু আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর ঘরের সন্নিকটে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে পরিপূর্ণ মকতাবায়ে শায়খুল ইসলাম (আরিফ হিকমত), নামক লাইব্রেরীটি ধ্বংস করে দিয়েছ। এটি ছিল তুর্কী উসমানীয় নির্মাণ শৈলীর উজ্জ্বল, চমৎকার ও অপূর্ব নিদর্শন।
এটি তোমরা এমন এক সময়ে ধ্বংস করেছ, যখন হারামের সম্প্রসারিত এলাকা থেকে এটি দূরে ছিল। এর সাথে এ লাইব্রেরীটির কোন সম্পর্কও ছিলনা।

৫৬. তোমরা বিরুহা নামক কুপটিও বন্ধ করে দিয়েছ। যেটিকে হারাম শরীফ সম্প্রসারণের সময় এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তোমরা এটির মধ্যে কোন চিহ্ন নিদর্শন দাওনি। যে রকম চিহ্ন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে এটিকে হারাম শরীফের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার সময় দেয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী[৫১] এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এর বর্ণনা রয়েছে। তোমরা মসজিদে নববী ছাড়া মদীনা মুনওয়ারার অন্য কোথাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের স্মৃতি নিদর্শন অটুট রাখনি। তোমরা খায়বার ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছ কেন? বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রতিটি ইসলামী নিদর্শন মুছে ফেলার এই ইহুদী নীতির অনুসরণ অনুকরণ কি আমাদের জন্য বৈধ? কেন আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন মুছে ফেলব? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তোমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি ও নিদর্শনের কিইবা বাকি রেখেছ?

---

৫১. ১. সহীহ বুখারী : কিতাবুয যাকাত, باب الزكاة على الأقارب খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৬, এতে হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহুর একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন: "মদীনাবাসী আনসারদের মধ্যে আবু তালহা অধিক সম্পদ তথা খেজুরের (বৃক্ষের) অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে বিরুহা কূপটি ছিল তার নিকট অতি প্রিয়। কূপটি মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপটিতে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে বিশুদ্ধ ও উত্তম পানি পান করেন।
২. সহীহ মুসলিম : কিতাবুয যাকাত, باب فضل النفقة والصدقة খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯৩, হাদীস : ৯৯৮

৫৭. তোমরা সরল সঠিক শরীয়তের নামে তোমাদের প্রতিপক্ষ তাবিজ প্রদানকারী আধ্যাত্মিক চিকিৎসকদেরকে হত্যা করার জন্য আইন জারি করার সুপ্রশস্ত করেছ। তাদেরকে ঢালাওভাবে যাদুকর বলে অভিহিত কর। তন্মধ্যে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করনি। তোমরা ফতওয়া ও হুকুম প্রয়োগ কর নিজেদের স্বার্থে। যাদুকরের রক্ত বৈধ, এ নীতি বাক্যের উপর ভিত্তি করে তোমরা অসংখ্য নির্দোষ আধ্যাত্মিক চিকিৎসককে হত্যা করেছ। তোমরা আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছ বলে মনে হয়। তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿١٥١﴾

"যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না।"[৫২]
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ করেন:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির ফায়সালা হবে, তা হচ্ছে খুন বা রক্তপাত।"[৫৩]
তোমরা হদ (শরীয়তের নির্ধারিত দন্ড) প্রয়োগ করার সময় গভীরভাবে চিন্তা কর এবং সন্দেহের কারণে দন্ড প্রয়োগ করনা। তোমরা ঐদিনকে ভয় কর, যেদিন শিং বিশিষ্ট পশু থেকে শিংহীন পশুর কিসাস বদলা-প্রতিশোধ নেয়া হবে।

উপসংহার : হে আমাদের ভাই নযদের ওলামারা!

সৌদি আরব প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রতীম দেশ। এ দেশের শাসকগণ ও তাদের প্রধান খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন আল্লাহর মেহমান হজ্ব ও উমরাহ পালনকারীদের সেবায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তোমরা উল্লিখিত বিরূপ আচরণের মাধ্যমে এই উন্নত দেশটির শাসকগণ যারা দ্বীন ও শরীয়তের মহান আমানত তোমাদের কাঁধে অর্পন করেছে, তাদের উপর কষ্ট ও দূর্ভোগ চাপিয়ে দিচ্ছ। সুতরাং তোমরা এই আমানতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর। তাতে তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও কুপ্রবৃত্তিকে স্থান দিয়োনা। যাতে ইসলামের পবিত্র শহর সমূহে শরীয়তের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও নিদর্শন সমূহের

---

৫২. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ১৫১
৫৩. ১. সহীহ বুখারী, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩৮
২. সহীহ মুসলিম, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সুরক্ষায় এদেশটির যথেষ্ট ভূমিকা না থাকার অভিযোগ কোন ছিদ্রান্বেষী সমালোচনার সুযোগ না পায়।

তোমরা স্বীয় দ্বীন, রাষ্ট্র, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। মুসলমানদেরকে অনৈক্য ও বিভক্তি থেকে বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হও। বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তোল। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা যেন এ সকল উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শোন এবং সর্বোত্তমটি অনুসরণ কর।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

তোমাদের ভাই
সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম আর রেফায়ী

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com